



225414 - উযাইর আলাইহসি সালাম এর ঘটনা?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি উযাইর আলাইহসি সালাম এর ঘটনা জানতে চাই। তাঁর ক্ষতেরে আলাইহসি সালাম বলা কি ঠিকি হবে? তিনিহি কি সবে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা একশ বছরেরে জন্য মৃত্যু দিয়ে আবার পুনর্জীবিত করছেন; যমেনটি সূরা বাকারাত উদ্ধৃত হয়েছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

‘উযাইর’ নবী ইসরাইলেরে একজন নকেকার ব্যক্তি। তিনি নবী কনি- তা সাব্যস্ত হয়নি। যদিও প্রসিদ্ধ অভিমিত হচ্ছে- তিনি নবী। ইবনে কাছীর ‘বদিয়া নহিয়া’ গ্রন্থে (২/২৮৯) এটাই ব্যক্তি করছেন।

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি জানি না-তুব্বা কি লানতপ্রাপ্ত; নাকনিয়। আমি জানি না- উযাইর কি নবী; না কনিবী নয়।”
[আলবানি হাদিসটিকে সহি আখ্যায়িত করছেন]

শাইখ আব্বাদ বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলছেন তাদের (তুব্বা সম্প্রদায়) অবস্থা জানার আগে। যহেতে এ মর্মে রওয়ায়তে এসছে যে, তুব্বা সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করছে। সুতরাং তারা লানতপ্রাপ্ত নয়। পক্ষান্তরে, উযাইর নবী কনি এ ব্যাপারে কোন রওয়ায়তে আসেনি।[শরহে আবু দাউদ (২৬/৪৬৮) থেকে সমাপ্ত]

তবে তাঁর ক্ষতেরে ‘আলাইহসি সালাম’ বলতে কোন সমস্যা নাই। যহেতে তিনি নকেকার মানুষ ছিলেন। তাঁর ঘটনা কুরআনে এসছে। আলমেদের অনেকে তাঁকে নবী হিসেবে গণ্য করছেন।

আরও জানতে [152887](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।



দুই:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “অথবা সবে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদরে উপর থেকে বধিবস্ত ছিল। সবে বলল, মৃত্যুর পর কভিবে আল্লাহ একে পুনর্জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি কতকাল এভাবে ছিলি?’ সবে বলল, একদনি বা একদনিরেও কছি কম সময়। তিনি বললেন, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করছে। এবার চয়ে দেখে নজিরে খাবার ও পানীয়ের দকি সগেলটা অবকিত রয়ছে এবং দেখে নজিরে গাধাটির দকি। আমি ততোমাকে মানুষেরে জন্ম দৃষ্টান্ত বানাতে চয়েছি। হাড়গুলোর দকি চয়ে দেখে, আমি কভিবে সগেলটাকে সংযুক্ত করি এবং গাশত দ্বারা ঢেকে দেই। অতঃপর যখন তার নকিট স্পষ্ট হলো তখন সবে বলে উঠল- ‘আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বধিয়ে ক্ষমতাবান’। [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৯]

প্রসদিধ মতানুযায়ী এই ব্যক্তি হচ্ছনে- উযাইর। ইবনে জাররি ও ইবনে আবু হাতিম ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদা, সুদ্দি ও সুলাইমান বনি বুরাইদা থেকে এ অভিমতটি বর্ণনা করছেন। ইবনে কাছরি বলেন: এই উক্তটি প্রসদিধ। [তাফসরি ইবনে কাছরি (১/৬৮৭) থেকে সমাপ্ত]

এ সংক্রান্ত মতভেদে জানতে দেখুন ইবনুল জাওয়াযি (১/২৩৩) এর ‘যাদুল মাসরি’।

‘খুতানাসসার’ নামক ব্যক্তি উল্লেখিত গ্রামটিকে ধ্বংস করে ফেলার পর ও গ্রামবাসীকে হত্যা করার পর উযাইর সবে গ্রাম দিয়ে -প্রসদিধ মতে সটে বাইতুল মুকাদ্দাস- অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সবে গ্রামটি ছিল বরিন; তাতে কটে ছিল না। এ গ্রামটি জনবহুল থাকার পর এখন এর যে অবস্থা তা নিয়ে তিনি ভাবতে ভাবতে বললেন: “মৃত্যুর (ধ্বংসের) পর কভিবে আল্লাহ একে পুনর্জীবিত করবেন?” ধ্বংস ও বরিনতার ভয়াবহতা এবং পূর্বের অবস্থায় ফরি আসাকে দূরহ দেখে তিনি এ কথা বলছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন।” এর মধ্যে শহরটি আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে, লোক লোকারণ্য হয়ে, বনী ইসরাইলগণ এ শহরে ফরি এসছে। এরপর আল্লাহ যখন তাকে পুনর্জীবিত করলেন তখন সর্বপ্রথম তার চোখ দুইটিকে জীবিত করলেন যাত করে সবে আল্লাহর সৃজন ক্ষমতাকে দেখতে পায়, কভিবে আল্লাহ তার দহকে পুনর্জীবিত করনে। যখন তার গঠন পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তাকে বললেন -অর্থাৎ ফরেশেতার মাধ্যমে- ‘তুমি কতকাল এভাবে ছিলি?’ সবে বলল, একদনি বা একদনিরেও কছি কম সময়। তাফসরিকারগণ বলেন: যহেতে সবে মারা গিয়েছিল দনিরে প্রথমমাংশে; আর তাকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে দনিরে শেষমাংশে। যখন সবে দেখল এখনো সূর্য আছে সবে ভেবেছে এটি সবে দনিরেই সূর্য। তাই সবে বলছে: “একদনিরেও কছি কম সময়”। তিনি বললেন, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করছে। এবার চয়ে দেখে নজিরে খাবার ও পানীয়ের দকি সগেলটা অবকিত রয়ছে। বর্ণিত আছে তার সাথে আঙুর, ত্বীন ফল ও শরবত ছিল। সবে এগুলোকে যমেন রেখে মারা গিয়েছিল ঠকি তমেনি পলে। কোন পরবর্তন হয়নি। শরবত নষ্ট হয়নি, আঙুর পচনি, ত্বীন গন্ধ হয়নি। “এবং দেখে নজিরে গাধাটির দকি। অর্থাৎ তাকিয়ে দেখে ততোমার চোখের সামনে আল্লাহ কভিবে সটেকে পুনর্জীবিত করনে। “আমি ততোমাকে মানুষেরে জন্ম দৃষ্টান্ত বানাতে চয়েছি”। অর্থাৎ পুনর্জীবিত



করার পক্ষে প্রমাণ বানাতো চয়েছে। “হাড়গুলোর দিকে চয়েে দেখে, আমি কভাবে সেগুলোকে সংযুক্ত করি” অর্থাৎ একটি হাড়ের সাথে অন্য হাড়টি জুড়ে দেই। প্রত্যেকেটি হাড়কে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করে একটি ঘোড়ার কংকাল বানান; তাতে কোন গশত ছলি না। এরপর এ হাড়ের উপর গশত, স্নায়ু, রগ ও চামড়া পরয়ে দনে। এ সবকছু করছেন উযাইর এর চোখের সামনে। এভাবে যখন তার সামনে সবকছু পরষ্কার হলো তখন সে বলে উঠল- ‘আমি জানি, নশ্চয় আল্লাহ সর্ব বযিয়ে ক্ষমতাবান’। অর্থাৎ এটি জানি। আমি তা সচক্ষে দেখেছে। আমার যামানার লোকদেরে মধ্যে আমি এ বযিয়ে সবচয়েে ভাল জানি।[দখুন: তাফসরিরে ইবনে কাছরি (১/৬৮৭-৬৮৯)]

আরও জানতে দেখুন 12350 নং ও 132236 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।